দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 AUG 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

32

দুর্জন দর্শন

পরীক্ষায় সুপারস্টার ফলানোর ব্যাকুল আহবান

টেগোর সাহেব গান লিখেছেন 'আজি যত তারা তব আকাশে/প্রাণভরি সবেপ্রকাশে'। অনেক কোশেশ করেছি কিন্তু এই গানের নির্গলিতার্থ উপলব্ধি করতে পারিনি। অর্থ একটা বুঝেছি কিন্তু মর্মার্থটা নয়।

টেগোর সাহেবের কবিতা/গান ইত্যাদি নিয়ে ঐ এক ঝঞ্ঝাট। দুটো করে মানে থাকে। একটা বাহ্যিক ইতর জনের জন্যে। অন্যটা আধ্যাত্মিক ইনটেলেকচুয়ালদেরজন্যে। কপাল ভালো যে টেগোর সাহেবের এই গানটি স্কুল কলেজের পাঠ্য বইতে স্থান পায়নি। পেলে দারুণ কাহিল হয়ে পড়ত ছাত্র-ছাত্রীরা। অবশ্য একালের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বলছি না। বলছি, সেকালের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা। তখন আবার ব্যাখ্যা/টিকা/বিশ্লেষণ/ভাবার্থ/মর্মার্থ ইত্যাদি লেখবার যুগ ছিল। আর সেকাজটা বেশ কঠিন।

সে যুগ এখন বাসী হয়ে গেছে। এখন চলছে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার যুগ। এখন আর 'আজি যত তারা তব আকাশে/প্রাণভরি সবে প্রকাশে' এই গানটুকু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হলে তা হবে অনেকটা এই রকম।

কবিতাটি কে লিখেছেন—
রবিঠাকুর/বঙ্কিম/হরমতুল্লাহ/ফকির ফকির আলী? যথাস্থানে টিক চিহ্ন দাও।

অথবা প্রশ্নটা হতে পারে এমন ঃ গানটি কোন সময় লেখা হয়েছিল—সকাল ১১-৩০ মিনিটে। বিকাল ৩-১৫ মিনিটে। রাত ২টা ৩৪ মিনিটে?— যথাস্থানে টিক চিহ্ন দাও।

যথাস্থানে টিক চিহ্ন পড়ার সাথে সাথেই কিন্তু বাংলাদেশের আকাশে তারকার সংখ্যা বেড়ে গেছে। আকাশে বলাটা ভুল হয়ে গেল। বলা উচিত মাটিতে। এখন দেশে যে টিক পরীক্ষা চালু হয়েছে তার বদৌলতে দেশের জমিনে এখন তারার মেলা বসেছে। যেখানে যাবেন দেখবেন তারকা খচিত তরুণ-তরুণী। এবারের এসএসসি পরীক্ষার দৌলতে এরা সবাই ষ্টার শোভিত হয়েছে। তারকা রূপে ঘটেছে তাদের আবির্ভাব।

এসব তত্ত্বকথা আমার নয়। আমাদের কস্তুরী বাগানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরীক্ষাবিশারদ ডঃ বাহাজ্জতুল্লাহ ওরফে ডঃ বাহবার। কয়েকদিন আগে দেশের চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে তার মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে ডঃ বাহবা একটি বিবৃতিও রচনা করেছেন এবং তা ছাপানোর জন্য আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন।

তাতে বলা হয়েছে, 'আজি যত তারা তব আকাশে/ প্রানভরি সবে প্রকাশে' এই গানটির অন্তর্গূঢ় অর্থ এতদিনে বুঝতে পারছি বলে মনে হচ্ছে। এর জন্য আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা এখন বুঝতে পারছি যে বাংলার আকাশে যত তারা সৃষ্টির আদি থেকে লুকিয়েছিল তারা এখন আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে এই পরীক্ষা পদ্ধতির কৃপায়। এভাবে ষ্টার-এর আবির্ভাব ঘটতে ঘটতে শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌছুব আমরা জানি না।

আকাশে তো অসংখ্য তারা আছে। ঠিক কতগুলো আছে তা বলা সম্ভব নয়। জ্যোতির্বিদরা আজতক পারেনি। তাদের তালিকায় নতুন নতুন তারকা যুক্ত হচ্ছে প্রায়ই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আমাদের দেশের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যে সব তারা আজ পর্যন্ত ফুটেছে তাদের সংখ্যা আকাশের তারার সমান না হলেও গত এসএসসি পরীক্ষায় যে সব পরীক্ষার্থীর ষ্টার হিসাবে আবির্ভাব ঘটেছে তাদের সংখ্যা আকাশের ষ্টারের সংখ্যাকে অনায়াসে ছাড়িয়ে যাবে। পার্থক্য অবশ্য আছে। আকাশের ষ্টাররা আকাশেই আছে আর আমাদের ষ্টাররা বাংলামায়ের বুক আলো করছে। রোশনাই-এ ভরিয়ে তুলেছে দশদিক।

আমরা আইয়ুব খাঁকে ধন্যবাদ দিতে চাই। কেননা, তিনিই ছুতোর, মিস্ত্রী আর নাড়ীটেপা ডাক্তার বানানোর অভিনব শিক্ষাপদ্ধতিটি আমাদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। এখন তাই ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার দেশে গিজগিজ করছে। দেশে চাকরি মিলছে না বলে তাদের অনেককে বিদেশে রফতানী করা হচ্ছে। তবে তার চাপিয়ে দেয়া শিক্ষাব্যবস্থার উপর টিক পদ্ধতির পরীক্ষা সওয়ার হওয়ার ফলে আজ যে দেশময় ষ্টারে ষ্টারে একাকার হয়ে যাবে তা কে জানত? এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখন টেগোর সাহেবের গান কিঞ্চিৎ রদবদল করে বলতে ইচ্ছা করছে 'আজি যত তারা তব মাটিতে/ প্রাণভরি সবে প্রকাশে।

'অবশ্য সমস্যাও আছে। কেবলমাত্র এবারের এসএসসি পরীক্ষা যে সব ষ্টারের জন্ম দিয়েছে তাদের নিয়েই তো আমাদের হিমশিম খেতে হবে। কোথায় দেব এত তারকার স্থান? কিছুদিন পরে আবার এইচএসসি পরীক্ষার ফলে আরো অনেক তারার জন্ম হবে; আর ভবিষ্যতে প্রতিবছরই অসংখ্য নতুন নতুন তারকা ফুটতে থাকবে। তাদেরই স্থানসংকুলান হবে কোথায়? এই নিয়ে বহুত চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে আমাদের। চিন্তাভাবনা করার দরকারও আছে। কেননা, এইচএসসি ও এসএসসি পরীক্ষা-জাত ষ্টাররা এখন আমাদের আকাশ-মাটি আলো করে থাকলেও কিছুদিন পর এত আলো আমাদের সইবে না। তখন এতো এতো তারা একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখা দেবে। আর অন্যান্য জাতীয় সমস্যার মতোই তা নিয়ে আলোচনা হবে কিন্তু কোনদিন সমাধান হবে না। তাই সেই অবস্থায় পৌছানোর আগেই একটা বিহিত করা দরকার। ষ্টার-সমস্যা মাথাচাড়া দেবার আগেই তাকে নিকেশ করে ফেলতে হবে। তাতে করে আর একটা সুবিধা হবে এই যে আমরা নিজেরা অন্তত একটা সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি বলে বুক ফুলিয়ে গর্ব করতে পারব।

বাংলার মাটিতে ষ্টার সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ব্যাপারটি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেছেন কস্তুরী বাগানের অপর ভুবন বিজয়ী ইনটেলেকচুয়াল ডঃ ক্রমতালী ওরফে ডঃ ক্যারম। ষ্টার সংখ্যা বৃদ্ধি যে একদিন একটা সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হবে সেকথা তিনি মোটেও স্বীকার করেন না।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে আমাদের অতীত শিক্ষাপদ্ধতি তথা পরীক্ষাপদ্ধতি ছিল গলদপূর্ণ। তাতে পরীক্ষার্থীদের যথাযথ মুল্যায়ন হত না। অর্থাৎ সঠিকভাবে পরীক্ষাই নেয়া হত না। এতে করে অতীতের পরীক্ষাগুলোতে ষ্টার ফলত অনেক কম। ফলে, হাজার হাজার প্রতিশ্রুতিশীলতরুণ-তরুণীতারকাপদে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। সেই বঞ্চনার দিন এখন দূর হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাপদ্ধতি চালু হবার ফলেই। খুলে গেছে এক অমিত সম্ভাবনার স্লুইস গেট। আর তা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ষ্টার-এর বন্যা। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি নামক এক আদর্শ পরীক্ষা ব্যবস্থা চালুর ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

'তবে', ডঃ ক্যারম তার বিবৃতিতে আরো বলেন, 'এই আদর্শ পরীক্ষা ব্যবস্থাটিকে সামান্য একটু সংস্কারের মাধ্যমে আদর্শতর করার সময় এসেছে। আমরা জানি আকাশে না হলে আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে কেবল ষ্টারই নেই, সুপার ষ্টারও আছে। ম্যারাডোনা ফুটবলে সুপারষ্টার, কার্লসুইস ট্র্যাকে, ম্যাডোনা বিবি লম্ফঝম্প সঙ্গীতে। বোম্বাই-এর চলচ্চিত্র মহলে আছে গাদা গাদা সুপারষ্টার। আমাদের দেশের ফুটবলে সুপারষ্টার আছে আসলাম ভাই, গানে রুনা লায়লা বেগম সাহেবা, সিনেমায় ববিতা বিবিজান। তো খেলাধুলানাচে গানেবিনোদনে যদি সুপারষ্টার থাকতে পারে তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন তা থাকবে না।

আমরা তাই আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়ও সুপারষ্টার জন্ম দেয়ার দাবী জানাচ্ছি। আর তা এসএসসি পরীক্ষা দিয়েই শুরু করা উচিত বলে আমরা মনে করি। বর্তমানে ঐ পরীক্ষায় যারা কমপক্ষে ৭৫০ মার্ক পায় তাদেরকেই তারকাপদে অভিষিক্ত করা হয়। আমাদের প্রস্তাব এই যে যারা ঐ পরীক্ষায় কমপক্ষে ৯০০ মার্ক পাবে তাদের আর ষ্টার নয়-সুপারষ্টার পদে উন্নত করা হোক। আশা করি, এই দাবী মানা হবে। এতে ষ্টার পরিস্থিতি নিয়ে যে কোন সম্ভাব্য সমস্যারও সমাধান হবে বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি।

— খোন্দকার আলী আশরাফ